স্বপ্ন যখন চূর্ণ-বিচূর্ণ

(Shattered Dreams)

আদিপুস্তক ৩৭ অধ্যায় ৯২-৩৬ পদ

গত সপ্তাহে আমরা দেখেছি, তাঁর আরাধনাকারী জাতি হিসাবে ইস্রায়েলকে এবং তার উত্তরসূরী হিসাবে যে মণ্ডলীকে ঈশ্বর গড়তে চলেছেন, তা তিনি যাদের দিয়ে শুরু করতে চলেছেন, তারা হল যাকোব ও তার ১২ পুত্র। আমরা আরও দেখেছি, এই মহান উদ্দেশ্য সাধনের পথে সেই পরিবারের প্রত্যেক সদস্য কতখানি অযোগ্য ও অনুপযুক্ত। যাইহোক, এমনই পরিবারে যোষেফের জন্ম হয়েছে ও তার শৈশব কেটেছে। যোষেফের সঙ্গে তার দাদাদের সম্পর্কের অবনতিও আমরা দেখেছি। যোষেফ যখন তার দাদাদের কুব্যবহারের কথা তাদের পিতা যাকোবের কানে তুলেছিল (৩৭:২), তখন যাকোব তাকে একটি সুন্দর কোট উপহার দিয়ে পুরস্কৃত করেছিল (৩৭:৩)। এইভাবে, যোষেফ যখন তার দাদাদের বিষয় পিতার কাছে নালিশ করেছে, এবং পিতা যখন কেবল যোষেফকে পুরস্কৃত করেছে, তখন যোষেফের প্রতি তার দাদাদের ঘৃণা বেড়ে গেছে। কিন্তু তার প্রতি তাদের ঘৃণা চরম আকার নিয়েছিল, যখন যোষেফ তার স্বপ্নের কথা তার দাদাদের বলেছিল (৩৭:৮)। আজ আমরা যোষেফের প্রতি তার দাদাদের এই ঘৃণার পরিণাম দেখতে চলেছি। তারা যোষেফের বিরুদ্ধে যে ব্যবহার করেছিল, তার দ্বারা তারা যোষেফের স্বপ্নকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিতে চেয়েছিল (৩৭:২০)। এখন লক্ষ্য করার বিষয় হল, যোষেফের দাদারা যদিও যোষেফের প্রতি দুর্ব্যবহার করেছে, ঠিক কথা, কিন্তু ঈশ্বর-দত্ত যোষেফের স্বপ্ন কি বিনষ্ট হয়েছে? না, তা করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। কারণ, ঈশ্বর আপন সার্বভৌমত্বে তাদের সেই দুর্ব্যবহারকেও আপন পরিকল্পনা পূর্ণতায় ব্যবহার কারছেন।

ক। যোষেফের প্রতি তার দাদাদের দুর্ব্যবহার: এমন ঘৃণার কথা জেনেও যাকোব যোষেফকে শিখিমে পাঠাল, যেখানে তার দাদারা পশুদের চরাচ্ছিল। এইভাবে যোষেফকে তাদের কাছে পাঠানোর উদ্দেশ্য বর্ণনা করতে গিয়ে যাকোব বলেছে, *"তুমি গিয়ে তোমার ভাইদের কুশল ও পশুদের কুশল জেনে আমাকে সংবাদ দাও"* (১৪ পদ)। যাকোব কী চিন্তা করেছিল? যাকোব কী করে ভাবল যে বাড়ী থেকে এতদূরে দাদারা যোষেফকে দেখতে পেয়ে তার সঙ্গে প্রণয়পূর্ণ ব্যবহার করবে (যা তারা বাড়িতে থাকতেও যোষেফের সঙ্গে করত না, ৪ পদ), বিশেষ করে, যখন তারা যোষেফকে বাবার দেওয়া সেই কোট পরে আসতে দেখবে? তথাপি যোষেফ তার পিতার আদেশ মেনে তার দাদাদের সন্ধানে রওনা দিয়েছিল। যোষেফ প্রথমে শিখিমে যায়, কিন্তু সেখানে সে দাদাদের দেখতে পায় না। এমন পরিস্থিতিতে যোষেফ তার দাদাদের খোঁজার কাজে হাল ছেড়ে দিয়ে বাড়ি ফিরে যেতে পারত, বাবাকে বলতে পারত, আমি খুঁজেছি কিন্তু তাদের পাইনি। কিন্তু এমন গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে, যোষেফ যখন শিখিমে ইতঃস্তত ঘুরছিল, তখন একটি লোকের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়, যার কাছে তার দাদাদের সংবাদ ছিল (১৫ পদ)। যোষেফ যদিও তাকে কিছুই জিজ্ঞেস করেনি, সে-ই যোষেফকে প্রশ্ন করেছে, *"কীসের অন্বেষণ করছ?"* (১৫ পদ)। সেই স্থানে হয়ত এই লোকটিই ছিল একমাত্র ব্যক্তি, যে জানত যে যোষেফের দাদারা দোথনে গেছে, কারণ সে তাদেরকে *"চল, দোথনে যাই,"* এই কথা বলতে শুনেছিল (১৭ পদ)। এখন, এই লোকটি যদি উল্টো দিকে হাঁটত, তাহলে হয়ত যোষেফের সঙ্গে তার সাক্ষাত হত না, আর যোষেফের কাহিনী সম্পূর্ণ অন্য পথে এগোত।

লোকটির মুখে এই কথা শুনে যোষেফ দোথনে যায় ও সেখানে দাদাদের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয় (১৭ পদ)। আরও স্পষ্ট করে বললে, তার দাদারাই দূর থেকে যোষেফকে আসতে দেখে, ও তাকে বধ করার ষড়যন্ত্র করে বলে, *"ঐ দেখ, স্বপ্নদর্শক মহাশয় আসছেন"* (১৯ পদ)। প্রথমে তারা যোষেফকে বধ করার যে পদ্ধতির কথা চিন্তা করে, তা হল, *"আমরা বধ করে একটা গর্তে ফেলে দিই, পরে, বলব, কোনও হিংস্র জন্তু তাকে খেয়ে ফেলেছে, তাতে দেখব, ওর স্বপ্নের কী হয়"* (২০ পদ)। তারা যখন এমন মতলব আঁটে, যখন বড়দা রূবেণ তাদের এই পরিকল্পনায় হস্তক্ষেপ করে বলে, *"তোমরা রক্তপাত কোরো না, ওকে প্রান্তরের এই গর্তের মধ্যে ফেলে দাও, কিন্তু ওর উপর হাত তুল না"* (২২ পদ)। এমন কথা বলার পেছনে রূবেণের যে উদ্দেশ্য ছিল, তা হল, অন্য ভাইদের হাত থেকে যোষেফকে উদ্ধার করে, তাকে সুস্থ শরীরে পিতার কাছে ফেরত পাঠানো এবং তার দ্বারা পিতার দৃষ্টিতে নিজে পুনরায় সুনজর ফিরে পাবার আশা (সৎমা বিল্‌হার সঙ্গে শয়ন করে, সে যা

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

হারিয়েছিল, ৩৫:২২)। রূবেণের কথা শুনে, তার দাদারা যোষেফকে দেখামাত্র হত্যা করল না, কিন্তু তার গা থেকে সেই কোট খুলে নিয়ে, তাকে একটা শুষ্ক শূন্য গর্তের মধ্যে ফেলে দিল (২৩-২৪ পদ)। ভাইকে গর্তে ফেলে দিয়ে তারা আহারে বসল, এমন ভাব দেখাল যেন কিছুই ঘটেনি।

তারা যখন আহার করছে, তখন সেই পথে তারা মিসরগামী একদল ব্যবসায়ীকে উটে চড়ে আসতে দেখল। তাদের দেখে যিহূদার মাথায় একটা নতুন চিন্তার উদয় ঘটল, *"আমাদের ভাইকে বধ করে তার রক্ত গোপন করলে আমাদের কী লাভ? এস, আমরা ঐ ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ীদের কাছে তাকে বিক্রি করি, আমরা তার উপরে হাত তুলব না, কারণ সে আমাদের ভাই, আমাদের মাংস"* (২৬-২৭ পদ)। তাই, তারা ২০টি রৌপ্যমুদ্রার বিনিময়ে যোষেফকে তাদের কাছে বিক্রি করল, খ্রীস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের শুরুতে তা ছিল একটি ক্রীতদাসের সাধারণ মূল্য।

ভাইকে এইভাবে হত্যা করার পর, তারা তাদের পিতাকে যোষেফের বিষয় কী বলবে, তার পরিকল্পনা করল। তারা যোষেফের সেই কোটটি নিল ও একটা ছাগল মেরে তার রক্তে কোটটি ডুবাল, আর যাকোবকে তা দেখাল। তারা যে যোষেফের বিষয় তাদের বাবাকে কোনও মিথ্যা কথা বলেছিল, তা নয়, তারা কেবল লোক পাঠিয়ে রক্তে ডুবান কোটটি যাকোবের কাছে উপস্থিত করে বলল, *"আমরা এইমাত্র পেলাম, নিরীক্ষণ করে দেখ, এটা তোমার পুত্রের বস্ত্র কিনা"* (৩২ পদ)। ভাগ্যের কি পরিহাস! যাকোব যেমন দাদার **বস্ত্র** পরে ও মায়ের দ্বারা **হত ছাগলের** মাংস খাইয়ে তার বৃদ্ধপিতা ইস্হাকের সঙ্গে প্রতারণা করেছিল (২৭:১৫-১৬), আজ যাকোব ঠিক একই ভাবে, তার পুত্রদের দ্বারা প্রতারিত হয়েছে।

এই অধ্যায়ের শেষাংশে আমরা দেখতে পাই, সেই কোট দেখে চিনতে পেরে, যোষেফের মৃত্যুতে যাকোব শোক করেছিল: যাকোব নিজের বস্ত্র চিরে, কোমড়ে চট পরে, পুত্রের জন্য অনেক দিন পর্যন্ত শোক করল, তার সমস্ত পুত্র কন্যা উঠে তাকে সান্ত্বনা করতে যত্ন করলেও যাকোব তাদের কথায় কান দিল না (৩৪-৩৫ পদ)। সমগ্র অধ্যায়ের পেছনে আসল সমস্যাটা কী, তা এর দ্বারা প্রকাশ পেয়েছে: যাকোবের কাছে অন্য ছেলেদের কোনও মূল্য নেই। এর দ্বারা যাকোব এমন মনোভাব দেখিয়েছে যে, যোষেফই যেন যাকোবের একমাত্র ছেলে, আর তাই, যোষেফের মৃত্যুতে যাকোবের জীবনেরও শেষ হয়েছে। সেদিনের সেই সমস্ত ঘটনার দ্বারা কেবল যোষেফের স্বপ্ন নয়, কিন্তু যোষেফে যাকোব যে স্বপ্ন দেখেছিল, তাও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়েছে।

এ সবের পিছনে কারণ কী? আমাদের জানা একটা উত্তর হল, যোষেফের প্রতি যাকোবের মুখাপেক্ষা, যাকোব তার বৃদ্ধ বয়েসের এই পুত্রে তার সমস্ত আশা ও স্বপ্ন স্থাপন করেছিল। যাকোব ভেবেছিল, এই পুত্রের মাধ্যমে আগত মশীহ সম্বন্ধে প্রভুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হবে। কিন্তু সেই যোষেফের আপেক্ষিক মৃত্যুর কথা চিন্তা করে যাকোবের সমস্ত আশা ও স্বপ্ন আন্দোলিত হয়েছিল। আপাত দৃষ্টিতে, যোষেফের দাদাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে (দেখব, ওর স্বপ্নের কী হয়, ২০ পদ)। কিন্তু অধ্যায়ের শেষ পদে আমরা আশার আলো দেখতে পাচ্ছি, যোষেফ নিরাপদে মিসরে উপস্থিত হয়েছে, ফরৌণের কর্মচারী রক্ষক-সেনাপতি পোটীফরের কাছে যোষেফকে বিক্রি করা হয়েছে। এর থেকে আমরা উপলব্ধি করি যে, যোষেফের কাহিনী এখানেই শেষ হয়নি, পরিবর্তে, যোষেফ সেই মিসরে এসে উপস্থিত হয়েছে, যেখানে ঈশ্বর অব্রাহামের বংশধরদের আনবার পরিকল্পনা করেছিলেন (১৫:১৩-১৪)।

খ। সমস্ত ঘটনার উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব: এই ঘটনা থেকে যে শিক্ষা আমরা লাভ করি, তা হল, **সমস্ত পরিস্থিতির উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব**। আদিপুস্তকের পরবর্তী অধ্যায়গুলিতে আমরা বারংবার এই শিক্ষা পেতে চলেছি। **এই শিক্ষা বারবার দেবার কারণ হল, আমরা প্রায়ই তা ভুলে যাই এবং মানুষের ক্ষমতাকে উচ্চীকৃত করি, তাই এই বিষয়টি আমাদের বারবার স্মরণ করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন**।

আমরা এই অধ্যায়ে যোষেফের প্রতি যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, তাদের একটি একটি করে চিন্তা করব। একদিক থেকে এই সমস্ত ঘটনাকে যদিও "দুর্ঘটনা" বলে চিন্তা করা সম্ভব, কিন্তু যোষেফকে মিসরে আনার পথে সেগুলি পরিকল্পনা মাফিক কাজ করেছে। **প্রথমত**, দাদাদের কুশল সংগ্রহ করতে যাকোব যোষেফকে শিখিমে পাঠিয়েছে। **দ্বিতীয়ত**, শিখিমে যোষেফের সঙ্গে সেই লোকটির দেখা হয়েছে, যে তার দাদাদের দোথনে যাবার কথা বলেছে। যোষেফের দাদারা যদি শিখিমেই থাকত, তাহলে, যোষেফ খুব সহজেই তার দাদাদের দেখা পেত; কিন্তু তাহলে তারা উটের পিঠে চড়া মিসরগামী ব্যবসায়ীদের সাক্ষাৎ পেত না। কারণ, মিসর যাবার পথ শিখিম থেকে ছিল না। আবার,

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

দোথনের উপর দিয়ে যদিও মিসরগামী পথ ছিল, ঠিক কথা, কিন্তু সেই পথে যে সবসময় ব্যবসয়ীরা যাতায়াত করত, তা নয়। **তৃতীয়ত**, রূবেণ যদিও যোষেফকে হত্যা করা থেকে তার ভাইদের নিরস্ত করেছিল, ঠিক কথা, কিন্তু তারা যখন যোষেফকে বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নেয়, তখন রূবেণ সেখানে অনুপস্থিত ছিল। রূবেণ সেখানে উপস্থিত থাকলে হয়ত যেষেফকে বিক্রি করা যেত না। **চতুর্থত**, যে ইশ্মায়েলীয় ব্যবসায়ীরা সেই পথে যাচ্ছিল, তারা মিসরের উদ্দেশেই যাচ্ছিল, অন্য কোনও স্থানে নয়। আবার, সেই ব্যবসায়ীরা যোষেফকে পোটিফরের কাছেই বিক্রি করে, অন্য কারুর কাছে নয়। পরবর্তী ধাপে, আমরা এখান থেকেই যোষেফের জীবনে ঈশ্বরের পরিকল্পনা পূর্ণ হতে দেখতে পাব। **পঞ্চমত**, যাকোব তার অন্য ছেলেদের দ্বারা সম্পূর্ণভাবে প্রতারিত হয়েছে, পশুর দ্বারা যোষেফের মৃত্যুকে মেনে নিয়েছে। যাকোব যদি এইভাবে তাদের দ্বারা প্রতারিত না হত, তাহলে, এই পরিবার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। যোষেফকে মিসরে যাবার জন্য এর সমস্ত ঘটনাই সঠিক ক্রম মেনে সঠিক স্থানে ঘটার প্রয়োজন ছিল। কারণ, ঈশ্বরের পরিকল্পনায় শেষ পর্যন্ত, ইস্রায়েলের সমস্ত পরিবার যোষেফের মাধ্যমে দুর্ভিক্ষ থেকে রক্ষা পেতে চলেছে। তাই, যোষেফের জীবনে এই যে সমস্ত ঘটনা ঘটেছিল, আমরা তাদের কেবল "**দুর্ঘটনা**" বলতে পারি না; পরিবর্তে, তারা হল, **ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনার বাস্তবায়ন**।

কিন্তু এই সমস্ত ঘটনা যোষেফ ও যাকোবের কাছে কতখানি দ্বন্দ্বমূলক ও কষ্টদায়ক ছিল, তা আমরা সহজেই উপলব্ধি করি। যদিও ঈশ্বরের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই সমস্ত ঘটেছে, ঠিক কথা; কিন্তু তা যাকোব ও যোষেফের সুখ ও শান্তি বিঘ্নিত করেছিল। ঈশ্বরের সার্বভৌম পরিকল্পনা যোষেফকে বিবস্ত্র হয়ে গর্তে পতিত হতে বাধ্য করেছিল। আগামী দিনে যাকোবের পরিবারের মঙ্গলের জন্য যোষেফ-হারা যাকোবকে প্রায় ২০ বৎসর দুঃখের জীবন যাপন করতে হবে। এইভাবে, যোষেফ ও যাকোবের স্বপ্ন যখন চুর্ণ-বিচুর্ণ হয়ে গিয়েছিল, তখন কিন্তু তারা স্বর্গ থেকে এমন কোনও আশ্বাসবাণী শুনতে পাইনি যে, এর দ্বারা সকলের মঙ্গল হবে। এমন পরিস্থিতিতে, একমাত্র আঁকড়ে ধরার বিষয়, যা তাদের জন্য অবশিষ্ট ছিল, তা হল, কেবল ঈশ্বর ও তাঁর প্রতিজ্ঞা: যে ঈশ্বর একটি মেষশাবক যুগিয়ে অব্রাহামের বৃদ্ধ বয়সের ছেলে ইস্হাককে মৃত্যু থেকে ফিরিয়ে এনেছিলেন (২২:১৩-১৪), তিনি সেই একই কাজ এখানেও করতে পারেন, এমন আশা। যাকোব ও যোষেফের জীবনে সেই আশা ছিল খুবই ক্ষীণ, এবং নিশ্চিত ভাবে বলা যায় যে, তারা এই বিশ্বাস ও আশার পথে বারংবার সন্দেহ ও নিরাশাগ্রস্ত হয়েছে।

গ। মানুষের ইচ্ছাপূর্ণ পাপের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব: যোষেফের দাদারা যখন যোষেফের উপর ইচ্ছা করে দুর্ব্যবহার করেছিল, তখনও কি তাদের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব কাজ করেছিল? আমরা সাধারণত যে কথা বিশ্বাস করে থাকি, তা হল, ঝড়-ঝঞ্ঝা বা বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের উপর ঈশ্বরের সার্বভৌমত্ব কাজ করলেও, মানুষের বিভিন্ন পাপকাজ হল মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার পরিণাম মাত্র। প্রথম থেকেই যোষেফের প্রতি তার দাদাদের মন ঘৃণায় পূর্ণ ছিল, কিন্তু যোষেফ যতদিন বাড়িতে ছিল, ততদিন পর্যন্ত সেই ঘৃণা কেবল তাদের মনের মধ্যে সুপ্ত অবস্থায় ছিল। সেই ঘৃণার দ্বারা পরিচালিত হয়ে যোষেফকে হত্যা করার ইচ্ছা চরিতার্থ করার জন্য যে উপযুক্ত পরিবেশ ও পরিস্থিতির প্রয়োজন ছিল, তা যোষেফের শিখিম ও দোথন যাত্রার দ্বারা সাধিত হয়েছে। যাকোব যদি যোষেফের প্রতি তার দাদাদের কুমতলবের বিষয় উপলব্ধি দিত, এবং সেই কারণে যোষেফকে বাড়িতেই রেখে দিত, তাহলে তার দাদারা যোষেফকে ক্রীতদাস হিসাবে বিক্রির কোনও সুযোগ পেত না, যোষেফের প্রতি তাদের ঘৃণা তাদের মনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। **কিন্তু ঈশ্বর পরিবেশ ও পরিস্থিতিকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছেন যে, তাদের হৃদয়ের পাপ দিনের আলোয় প্রকাশ পেয়েছে**।

আমাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রেও এই সত্য একইভাবে প্রযোজ্য। আমরা যখন কোনও বিপদ থেকে রক্ষা পাই, তখনই কেবল ঈশ্বরের সদয়-তত্ত্বাবধানের কথা বলি। আবার, আমরা যখন পাপ করি, তখন কিন্তু আমাদের উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণকে আমরা স্বীকার করতে চাই না। এমনটি হতে পারে না। সত্য হল, আমাদের পাপকাজের উপরও ঈশ্বরের সার্বভৌম নিয়ন্ত্রণ কাজ করে চলেছে। **বাস্তবে আমরা এমন অনেক পাপপূর্ণ চিন্তা করে থাকি, যেগুলি কখনও বাস্তবায়িত হয় না, কারণ তাদের জন্য উপযুক্ত সুযোগ (পরিবেশ ও পরিস্থিতি) আমরা পাই না। অন্য মানুষদের উপস্থিতি, ধরা পড়ে যাবার ভয়, সামাজিক বিধান, ইত্যাদি আমাদের মনের পাপপূর্ণ চিন্তার বাস্তবায়নে বাধা দিয়ে থাকে**। ঈশ্বর এইভাবে আমাদের প্রতি ও অন্যদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ প্রদান করে চলেছেন।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com

আমরা যদি এমন পৃথিবীতে বাস করতাম, যেখানে আমাদের মনের প্রতিটি পাপপূর্ণ চিন্তাকে বাস্তবায়িত করার সুযোগ পেতাম, তাহলে এই পৃথিবী নরকে রূপান্তরিত হত। এই কারণে, ঈশ্বর আমাদের জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে **আমাদের হৃদয়ের পাপপূর্ণ ইচ্ছার বাস্তবায়নে বাধা দিয়ে থাকেন**।

কিন্তু অন্যান্য সময়, তাঁর নিজের কারণে, ঈশ্বর সেই সমস্ত বাধাকে দূরে সরিয়ে রাখেন। ফলস্বরূপ, আমরা আমাদের পাপপূর্ণ ইচ্ছাকে বাস্তবায়িত করার উপযুক্ত সুযোগ (পরিবেশ ও পরিস্থিতি) পাই। কিন্তু এখানে একটা ভুল চিন্তা থেকে যেন আমরা দূরে থাকি। আর তা হল, **সেই সমস্ত পরিবেশ বা পরিস্থিতিকে অনুমতি দেওয়ার মাধ্যমে ঈশ্বর যে নিজে পাপের স্রষ্টা, তা নয়**। ঈশ্বর কখনও আমাদের পাপপূর্ণ কাজের স্রষ্টা নন; পরিবর্তে, আমাদের পাপপূর্ণ হৃদয় থেকেই পাপপূর্ণ কাজ প্রবাহিত হয়ে থাকে (যাকোব ১:১৪-১৫)। তথাপি, পরিস্থিতির উপর নিয়ন্ত্রণ চালিয়ে ও বিভিন্ন প্রভাবকে অনুমতি দিয়ে ঈশ্বর আমাদের পাপের উপরও সার্বভৌম। সেই সমস্ত পাপকে অনুমতি দেবার মাধ্যমে ঈশ্বর (১) আমরা কী করতে পারি, তা দেখার সুযোগ করে দেন; (২) স্পষ্টভাবে, আমাদের নিজেদের বিষয় দুঃখজনক সত্য উপলব্ধি করতে দেন। এর মাধ্যমে আমরা আমাদের জীবনে সুসমাচারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করি। আমার আপনার জীবনেও ঈশ্বর অনেক সময় পাপ করার উপযোগী পরিবেশ অনুমতি দেবার মাধ্যমে **আমরা যে কত বড়ো পাপী, তা দেখার সুযোগ করে দেন**। আমরা সকলেই পাপ করেছি ও ঈশ্বরের গৌরববিহীন হয়েছি। যদি অন্যদের ন্যায় আমরা পাপ না করে থাকি, তাহলে তার অর্থ এই নয় যে, আমাদের মনে সেই সমস্ত পাপচিন্তা কখনও ছিল না; না তা নয়, পরিবর্তে, **ঈশ্বরই সেই সমস্ত পাপচিন্তাকে বাস্তবায়নের পথে বাধা দিয়েছেন**।

তাঁর নিজের গৌরব ও আমাদের মঙ্গলের জন্য ঈশ্বর আমাদের পাপকেও তাঁর সার্বভৌমত্বে ব্যবহার করে থাকেন। আর এর পক্ষে চূড়ান্ত উদাহরণ হল, যীশু খ্রীস্টের মৃত্যু। যোষেফের ভাইদের বংশধরদের মঙ্গলের জন্য, তাদের মধ্যে বসবাস করতে পিতা ঈশ্বর তাঁর প্রিয় পুত্রকে এই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। যাকোব যদিও কিছুই জানত না, কিন্তু পিতা সবই জানতেন তাঁর প্রিয় পুত্রের প্রতি কী ঘটতে চলেছে। যীশু তাঁর '**গৃহকর্তা ও কৃষকদের**' দৃষ্টান্তে বলেছেন, প্রথমে সেই সমস্ত কৃষক গৃহকর্তার পাঠান দাসদের ধরে মেরেছে, ও অত্যাচার করেছে। কিন্তু শেষে গৃহকর্তা যখন তাঁর নিজের পুত্রকে পাঠিয়েছে, তখন তারা এমন কথা বলেছে, *"এই ব্যক্তিই উত্তরাধিকারী, এস, আমরা একে বধ করে এর অধিকার হস্তগত করি"* (মথি ২১:৩৮)। ক্রুশকে দেখে পিতা ঈশ্বর কিংবা পুত্র যীশু খ্রীস্টের কেউই বিস্মিত হননি। যদিও যোষেফকে হত্য করতে তার দাদাদের ঈশ্বর বাধা দিয়েছিলেন; কিন্তু নিজের পুত্রের বেলায়, যারা তাঁকে ঘৃণা করত, তাদের পাপচিন্তাকে ঈশ্বর বাধা দেননি। তিনি সেই সমস্ত দুষ্টদের হাতে তাঁর প্রিয়তম পুত্রকে সমর্পিত করেছিলেন, যারা তাঁর রাজকীয় পোষাক নয়, কিন্তু সাধারণ দরিদ্রের পোষাক খুলে ফেলেছিল, তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে পিটিয়েছিল, এবং হত্যা করেছিল।

যোষেফের উপর তার দাদারা যখন অত্যাচার চালিয়েছিল, যোষেফ যেমন নীরব ছিল, যীশুও *"মেষশাবক যেমন হত হবার জন্য নীত হয়, মেষী যেমন লোমচ্ছেদকদের সামনে নীরব হয়, সেইরূপ মুখ খুললেন না"* (যিশা ৫৩:৭)। যাঁর কথায় সহস্র সহস্র দূত এসে তাঁর অত্যাচারীদের ধ্বংস করতে পারত, তিনি নীরব থাকলেন। দুষ্টদের হাতে মৃত্যুবরণ করতে গিয়েও যীশু তাঁর সার্বভৌমত্ব বজায় রাখলেন। তিনি যদি না তাদের সেই সমস্ত কাজ করতে অনুমতি দিতেন, তারা তাঁর প্রতি কিছুই করতে পারত না। তারা যে শক্তিতে তাঁকে বিদ্রূপ করেছিল, যে শক্তিতে তাঁকে পেরেক মেরেছিল, তা তিনি নিজেই তাদের সরবরাহ করেছিলেন। তাই, প্রেরিত ২:২৩ পদে বলা হয়েছে, যীশু যদিও *"অধর্মীদের হাত দিয়ে ক্রুশোবিদ্ধ হয়েছিলেন ও মরেছিলেন,"* কিন্তু সেই পাপকাজ সাধিত হয়েছিল *"ঈশ্বরেরই নিরূপিত মন্ত্রণা ও পূর্বজ্ঞান অনুসারে।"*

এই সত্য উপলব্ধি করে, আমরা যখন জীবনের বিভিন্ন ঝড়-ঝঞ্ঝার মুখোমুখি হই, যেগুলি আমাদের চারপাশের মানুষের পাপকাজের ফল, অথবা আমাদের নিজেদের পাপের ফল, আমরা জানব, ঈশ্বর তাদের ব্যবহার করে আমাদের হৃদয়কে দেখাচ্ছেন, আমাদের জীবনে তাঁর প্রয়োজনকে দেখাচ্ছেন, সুসমাচারের প্রয়োজন দেখাচ্ছেন। সেই সমস্ত পরীক্ষাকে ব্যবহার করে তিনি আমাদের আরও শুচি করেন, এবং আমরা কেবল তাঁতেই আমাদের প্রকৃত সম্পদকে দেখতে পাই।

অনুগ্রহ সহভাগিতা মণ্ডলী, কলকাতা ৭৫; দূরভাষ- ২৪১৬ ১৪৭৫ (রেভা. সুজয় রায়), graceindia.net@gmail.com